

আগের নিয়োগের দেখা নেই, নতুন ঘোষণার ব্যক্তি

ପ୍ରତିବାଦୀ କଲମ ପ୍ରତିନିଧି,
ଆଗରତଳା, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ।।
ମନ୍ତ୍ରିସଭାର ବୈଠକେ ସାହୁ ଦଫତରେ
୧୨୫ ଜନ ଲ୍ୟାବରେଟରି ଟେକନିଶ୍ୟାନ
ନିଯୋଗେର ସିଦ୍ଧାଂତ ନେଗ୍ୟା ହେଛିଛି
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ୨୧ ତାରିଖ । ମାସ
ତିନେକ ପର ଆବାର ୧୦ ଡିସେମ୍ବର

নিয়োগ হয়নি। তাদের নিয়োগ না
করে আবার একই পদে ৩৯ পদ
তৈরির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই
৩৯ ল্যাব টেকনিশিয়ান আগের
১২৫ টেকনিশিয়ানের অতিরিক্ত
কিনা, অথবা এখন দফতরট শুধুই ৩৯
টেকনিশিয়ান নিয়োগ করবে কিনা

যাওয়ার ফলে পদ খালি হওয়া, আগে কখনও তৈরি হওয়া পদ, ইত্যাদি। সেসবও কিছু জানানো হচ্ছে। সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখের অন্তত একমাস পর ত্রিপুরায় পুর ও নগর ভোটের ঘোষণা হয়, যদিও তাৰিখৰ আদৰ্শ নির্বাচনবিধি জানা

କ୍ୟାଲକୁଣ୍ଟେଟର
ଦୈରଥେ
ବିପାକେ
ପରିକ୍ଷାରୀରା

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
আগর তলা, ১২ ডিসেম্বর।
মাধ্যমিক পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর
ব্যবহার নিয়ে এবার দৈরণথ শুরু
হয়েছে ত্রিপুরা মাধ্যমিক পর্যবেক্ষণের
পর্যবেক্ষণের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে
মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমিকের
অ্যাডমিট কার্ডে উল্লেখ করেন
দিয়েছে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা সাধারণ ক্যালকুলেটর
ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু
পরীক্ষা পরিচালনার জন্য মধ্যশিক্ষা
পর্যবেক্ষণের তরফে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের
নিয়ে যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
পরিচালিত করা হয়েছে সেখানে
বলে দেওয়া হয়েছে
শিক্ষক-শিক্ষিকারা যারা পরীক্ষার
ডিউচিতে থাকবেন তারা যেন কড়
দৃষ্টি বাখেন। কোনও মতেই
পরীক্ষার্থীরা যেন ক্যালকুলেটর
নিয়ে হলে প্রবেশ করতে না পারে
তাদের বক্ষব্য, অ্যাডমিট কার্ডে
ক্যালকুলেটরের কথা যোটা লেখা
হয়েছে সেটা আসলে ভুলবশত
হয়ে গিয়েছে। এটা হওয়ার কথ
ঢিলো না। পর্যবেক্ষণের অবস্থান তালে

শান্তি মহাযজ্ঞে মুখ্যমন্ত্রী



প্রেস রিলিজ, সাত্ত্বম, ১২ ডিসেম্বর।। রবিবার দক্ষিণ প্রিপুরা জেলার সাত্ত্বমের দৈত্যশ্বরী কালী বাড়ি মন্দিরে শাস্তি মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এরপর দৈত্যশ্বরী

জানানো হয়েছে ৩৯ ল্যাব
টেকনিশিয়ানের পদ সৃষ্টি করার
সিদ্ধান্ত হয়েছে মন্ত্রিসভার
মিটিং-এ। সেপ্টেম্বরে নেওয়া
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২৫ ল্যাব
টেকনিশিয়ান নিয়োগের ব্যাপারে
কিছু হয়নি এখনও, সেই লোৱা

শহরের রাতপথে গাড়ি রাখা নিষেধ



নিগমের নির্দেশিকা আদতে ঠুস আর ঠাস

ରାଜନୈତିକ ନେତା-ନେତ୍ରୀରା ମଧ୍ୟେ
ଭାସଣ ରାଖିତେ ଗେଲେ ନିଜେଦେର
ଦଲୀଯ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକେ 'ସେରା'
ବଲବେଳ ଆର ଅନ୍ୟ ଦଲଗୁଡ଼ୋକେ
ହେଁ ପ୍ରତିପରି କରବେଳ, ଏଟାଇ ଯେଣ
ଏଥିନ ରାଜନୀତିର ସଂଜ୍ଞା ! କିନ୍ତୁ
ନେତା-ନେତ୍ରୀରା ସରକାର ଚାଲାତେ
ଗିଯେ ଓ ସଖନ ଚୋଥେ କାଳୋ
କାପଡ଼ ପରେ ଥାକେନ, ତଥନ ବହୁ
କ୍ଷେତ୍ରେ ମାନବତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା
ଏକାଧାରେ ଲଜ୍ଜାଯ ନତଜାନୁ ହୁଯ ।
ବଟତଳା ମହାଶ୍ୟାନେ ପ୍ରତିଦିନ
ବେଆୟାବାବେ ମୃତଦେହ
ସଂକାରେର କାଜ ଚଲେ । ସ୍ଵଜନହାରା
ଅନେକେ କଥେକ-ହାତ ଦୂରେ
ଦାଁଡ଼ିଯେ ନିଜେଦେର ପରିବାରେର
ସଦ୍ଦୋର ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇଛନ୍ତି
ଚିତାଯ ଆଦିତେ ସରକାର ତଥା
ପ୍ରଶାସନେର ଅମାନବିକ ମୁଖ୍ୟଟି କାହିଁ
ଥିଲେ । • ଏରପର ଦ୍ୱାରେ ପାତାଯ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর ।।

আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ গত বেশ কয়েকমাস আগে এক নির্দেশিকায় জানিয়েছিলো, রাত্রিবেলায় শহরের সড়কের উপরে গাড়ি রাখা যাবে না। সে সময় পর পর বেশ কয়েকদিন রাত্রিবেলায় পথের উপর পার্কিং করা গাড়িতে ‘আগুন ধরার’ বিষয় নজরে আসছিলো। প্রধানত, ওই ঘটনাটিকে ঘিরেই নির্দেশিকাটি জারি হয়। কয়েকমাস যেতেই ওই নির্দেশিকা এখন হিমস্থরে। আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষের আদৌ কোনও সরকারি আধিকারিক আছে কিনা, বলা মুশকিল। গত দেড় বছরের অস্তত ১০টি নানা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা সব হিমশীলত অবস্থায় পড়ে আছে।

‘১০১০ সালের প্রতিবাদ মাস।

‘আগরতলা সিটি আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট—আপগ্রেডেশন অফ মেজর রোডস ইন আগরতলা সিটি’ নামক একটি প্রজেক্ট এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাক্সের কাছে জমা দেওয়ার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছিলো আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ। শহরে মোট ১৫টি রাস্তাকে সুন্দর করা এবং মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্পটিতে প্রস্তাবিত বাজেটও ধৰ্য্য করা হয়েছিলো। ওই ১৫টি রাস্তার মোট এলাকা প্রায় ২৫ কিলোমিটার। রাস্তাগুলোর সঙ্গে আনুমানিক ৪৮ কিলোমিটারের ফুটপাথ। প্রকল্পটিতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছিলো, শহরের ওই ১৫টি রাস্তার মানোন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে নিগম কর্তৃপক্ষ। সেই মোতাবেক, নিগম কর্তৃপক্ষ একটি নির্দেশিকা জারি করে এবং শহরের বাসীদের উপরে স্পষ্টত ওই নির্দেশিকার মাধ্যমে জানানো হয়, রাত্রিবেলা শহরে রাস্তার ওপর কোনও গাড়ি ‘পার্কিং করা যাবে না। নিগম কর্তৃপক্ষের তরফে জারি হওয়া ওই নির্দেশিকা পেয়ে আজ থেকে বেশ কয়েকমাত্র আগে শহরের ঝুড়ে ব্যাপক চাপ্পল্য শুরু হয়েছিলো। গাড়ি-মালিকের অনেকেই নিজেদের বাড়ির সামনে সড়কের উপর গাড়ি রেখে দিতেন উনারা ওই নির্দেশিকা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিভিন্ন গ্যারেজ এবং ব্যক্তিগত উ দেয়াগে অন্য নান্দনিক জায়গায় গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাক্সের কাঠামো পাঠানোর জন্য নিগম কর্তৃপক্ষ শহরের ১৫টি রাস্তাকে কেন্দ্র করে যে প্রকল্প তৈরি করেছিলেন, তাতে ১০০% পাতার ৯৮% পয়েন্টে স্পষ্ট করা হচ্ছে।

କ୍ୟାଲକୁଣ୍ଡେଟର ନିଯେ ପ୍ରବେଶ କରତେ
ଦେଓୟା ଥାବେ ନା । ଏହି ପରିଷ୍ଠିତିତେ
ପରୀକ୍ଷାଧୀରା କି କରତେ ପାରେନ ତ
ନିଯେଇ ଖନ୍ଦେ ରଯେଛେନ ତାରା
ଅନେକେରାଇ ॥ ଏରପର ଦୁଇମେର ପାତାଳ

পৃষ্ঠা ৬

পরামীকাকেন্দ্র থেকে
বেরোতেই চার
ছাত্রকে কোপাল
অন্য স্কুলের ছাত্ররা

‘শ্বাস-নেওয়া’ ফুসফুস
প্রতিষ্ঠাপন করা
যাবে ভারতেও

মধ্যরাতে মৌদ্রির টুইটার
অ্যাকাউন্ট হ্যাক

২ মাসে দ্বিশুণ হারে ওষুধের দাম বৃদ্ধি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার যদি বিভিন্ন ওয়ুধের উপর প্রয়োজনীয় ছাড় না দেয়, তাহলে আগামী দিনে অসুস্থ হলে ওয়ুধ কেনার ক্ষমতা হারাবেন বহু সাধারণ পরিবার। বিভিন্ন ওয়ুধ কোম্পানি গত দু'তিন মাসে ওয়ুধের একেকটি পাতা কিংবা একেক বোতল সিরাপ'র দাম প্রায় দিশুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মহা বিপদে পড়ে ছে সাধারণ পরিবারগুলো। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে ক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু পেট্রোল-ডিজেল নয়, বেঁচে থাকার জন্য যেসব ওয়ুধপত্র খেতে হয় রোগীদের, সেগুলোর দাম গত দু'তিন মাসে কি হারে বেড়েছে, তা একমাত্র রোগীর পরিবারের সকলে বলতে পারবেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের শ'য়ে শ'য়ে রোগীর পরিবারে বিষয়টি প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। রীতিমতো দমবন্ধকর

କାହାକାହି ଦାମ ବେଢ଼େଛେ ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଇ
ମାସେର ବ୍ୟବଧାନେ । ଏକହି ରକମଭାବେ
ଅନ୍ୟ ଆରେକଟି ଓୟୁଧେର ଉଡାହରଣ
ଦେଓୟା ଯେତେ ପାରେ । ରାଜୀବ
ଦାରଳଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆଇଭାର
ମେକଟିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ । ୨୦୨୦ ସାଲେର
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସେ ଏହି କୋମ୍ପ୍ଯାନିର
ସେବାରେ ଓୟୁଧଗୁଲୋ ତୈରି ହେୟଛିଲୋ
ସେଗୁଲୋର ମେୟାଦ ଫୁରାବେ ୨୦୨୩
ସାଲେର ଫେବ୍ରୁଅରି ମାସେ । ୨୦୨୦
ସାଲେର ତୈରି ହେୟା ଓୟୁଧଗୁଲୋର
ପ୍ରତି ପାତାର ଦାମ ୧୯୫ ଟାକା
ଅନ୍ୟଦିକେ, ଏହି ଓୟୁଧ ସେଗୁଲେ
୨୦୨୦ ସାଲେର ଅଷ୍ଟୋବର ମାସେ
ତୈରି ହେୟଛେ ଏବଂ ୨୦୨୩ ସାଲେର
ମାର୍ଚ ମାସେ ମେୟାଦ ଫୁରିଯେ ଫେଲିବେ
ସେଗୁଲୋର ଦାମ ୩୫୦ ଟାକା । ଅର୍ଥାତ୍
ପ୍ରତି ପାତାତେ ପ୍ରାୟ ଦିଗ୍ନଗ ହାରେ ଦାମ
ବେଢ଼େଛେ । ଏମନ ଉଡାହରଣ ଆରେ
ଅନେକଗୁଲୋଇ ଦେଓୟା ସମ୍ଭବ
କରୋନା ଅତିମାରିର ପର ଦେଶବାସିଙ୍କ
ସଖନ ଓୟୁଧେର ଦାମ କମେ ଯାବେ ବଲେ
ଧରଣ ॥ ● ଏରପର ଦୁଇଯରେ ପାତାଯା

Sister Masala স্টেমানহ প্রক্রিয়াকার সিষ্টার



মিষ্টার

নিশ্চিন্তের প্রতীক

বাংলাদেশকে ভ্যাকসিন

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর
।। কবেন্দোব অতিমাবির শ্বেত

গহণের জন্য ইতিমধ্যেই সমস্ত
জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া
হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায়
পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ-গ্যাস সহ অন্যান্য
উপাদান ও কাঁচামাল পর্যাপ্ত
থাকার পরেও বিগত সরকারের
সদিচ্ছার অভাবে শিল্পক্ষেত্র
উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি
প্রথমবারের মত ত্রিপুরায়
অনুষ্ঠিতব্য ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা
ইনভেস্টমেন্ট সামিট থেকে
স্বাক্ষরিত হওয়া প্রায় ৩ হাজার
কোটির বাণিজ্যিক চুক্তি,
শিল্পক্ষেত্রে রাজ্যের বিশাল সমৃদ্ধির

পাশা পাশি অর্থনৈতিক বিকাশ
এবং বড় মাত্রায় রোজগার সৃজনে
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। রাজ্য
সরকারের উদ্দোগে দিল্লি এবং
মহাবাট্টে জাতীয় পর্যায়ের
সেমিনার করে বিনিয়োগপতি
এবং শিল্পাদ্যোগীদের আমন্ত্রণ
জানানো হয়েছিল। তাতে সাড়া
দিয়েই বর্তমানে ত্রিপুরায় তৈরি
হওয়া শিল্পসম্বাবনাময় অনুকূল
পরিবেশের উপর ভরসা রেখে,
জাতীয় এবং আঙ্গর্জাতিক স্তরের
ব্যবসায়িক প্রতিনিধিত্ব এই
কর্মসূচিতে উপস্থিত হন। রাজ্য

শল্পনাকৰ এবং বিনিয়োগে
পয়েগী পরিমণুল তৈরির
ধ্যমে ব্যবসায়িক নিরাপত্তা
নিশ্চিতকরণে অগ্রাধিকারের
ভিত্তে কাজ করেছে রাজ্য
কর্কার। যার ফলশুভিতে,
কসময়ে ত্রিপুরায় বিনিয়োগে
অনাধীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক
চরের শল্পপত্রিব বর্তমান রাজ্য
কর্কার প্রদত্ত বিভিন্ন
ব্যোগ-সুবিধা ও শিল্পক্ষেত্রে
বিকাশের অনুকূল পরিবেশ
নন্দাবন করে ত্রিপুরায় বড় মাত্রায়
বিনিয়োগে অগ্রাহী হচ্ছেন। এই

চেকপোস্ট, মেরা সেতুকে কেন্দ্র করে এই বিনিয়োগের একটা বড় অংশের সুফল পাবে সার্বজনিক এলাকার মানুষ। রাজ্যের পর্যটন এবং শিল্প সম্ভাবনা বিকাশের এবং সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজ্যে চালু হতে চলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে কাজে লাগিয়ে সিঙ্গাপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমান পরিবেশায় ভর্তুকির প্রদানে সরকার ইতিবাচক। বিনিয়োগের শিল্প পতিদের আরও আগ্রহ বাড়াতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিথিলতা ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি। রাজ্যের উন্নয়নকে আরও গতিময় করার লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আস্থা রাখার জন্য নির্বাচক মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিহিংসার রাজনৈতিক বিশ্বাস করে না আর প্রশ্নাগত দেয় না। এত বিপুল সংখ্যায় জয়ের পরেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেননি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা। বিগত দিনে রাজ্যে একটি রাজনৈতিক হিংসার বাতাবরণ তৈরি করে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির হাতকে আরও শক্ত করার মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সবার প্রতি আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। সদ্য সম্পূর্ণ হওয়া নগর সংস্থা নির্বাচনে নব নির্বাচিত সদস্য সদস্য-সহ বিধায়ক শক্তির রায়, বিধায়ক অর্ডেন চন্দ ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

তিপ্রাণ্যান্তের দাবিকে ধান্মাবাজি বললেন প্রতিমা

ପୁରୁଷ

ব্যাংক, ১২ ডিসেম্বর ।।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রস রিলিজ, আগরতলা, ১২
ডিসেম্বর।। ভারত-বাংলাদেশের
ধ্যে বঙ্গুত্ত এক নতুন মাত্রায়
পাঁচেছে। তাকে আরও এগিয়ে
নিয়ে যেতে দুই দেশের মধ্যে
বাণিজ্যিক ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে
যদান-প্রদান আরও বাড়তে হবে।
বিবার আগরতলা আইসিপি-তে
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ত্রিপুরার কয়েকজনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন নিখিল চন্দ্র ঘোষ, দুলাল চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়া ১৯৯৯ সালে জন্মু ও কাশ্মীরে শহিদ বিএসএফ-এর ডিআইজি এস কে চক্রবর্তীর পত্নীকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভূস্বর্গ। রবিবার জন্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিকেশ হয়েছে কুখ্যাত পাক মাদত পুষ্টি জঙ্গি সংগঠন জাইশ-ই-মহম্মদের এক জঙ্গি। জানা যাচ্ছে, আগে থেকেই পুলিশের কাছে খবর ছিল ওই এলাকায় জঙ্গিরা আত্মপোন করে রয়েছে। এর পর সেনা-পুলিশের যৌথ

আবর্জনার স্তুপ জিবিপি'র লাশঘরে

শাহদের শিক্ষা জ্ঞানয়ে ব

হল নতুন সরকার রাজ্যে আইনের
শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি জোর
দিয়ে বলেন, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার
পর কোনো রাজনৈতিক খুনের
ঘটনা হয়নি। এমন কেউ বলতে
পারবেন না যে, রাজনৈতিক
কারণে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে
দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলের

কোনো পার্টি অফিস আক্রমণ করা
হয়েছে বলেও কেউ বলতে
পারবেন না। এটাই বিজেপি।
বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার
পর পঞ্চায়েত থেকে মহাকরণ পর্যন্ত
একটাই ভিশন নিয়ে কাজ চলছে।
যে ভিশনে শুধু মানুষের উন্নয়নের
কথা বলা আছে। তিনি আরও

শহিদদের শন্তা জানিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১২ ডিসেম্বর। রবিবার কল্যাণপুরে বিজেপি'র উদ্যোগে বাজার কলোনি গণহত্যার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে শান্তিকর অনুষ্ঠান হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর রাতের অঙ্ককারে বাজার কলোনিতে উত্থাপনীরা আক্রমণ কল্যাণপুর সোনারতীর মুক্তমঞ্চে শান্তিগুলি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শহিদ পরিবারের সদস্য বিষ্ণু দেবকে সভাপতি করে শুরু হয় সভার কাজ। এদিনের সভায় উপস্থিতি ছিলেন প্রচুর সংখ্যক মানুষ। শহিদ পরিবারের সদস্যদের বিজেপি'র তরফে সম্মান জানানো হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৎক্ষণ ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরী, জয় সাহা, হরিশংকর পাল প্রমুখ। সভায় কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরী বলেন, ২০১৮ সালের পথে থেকে বিজেপি সরকার কি দিবে পেরেছে তা বড় কথ্য নয়, বড় কথ্য

ଶାଙ୍କଡ଼ି-ବୌ ମଧ୍ୟେଳନ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
বিলোনিয়া, ১২ ডিসেম্বর।। কথায়
আছে 'সংসার সুখের হয় রমণীর
গুণে'। যেকোনো সংসারে
মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা নেন।
তিনি শাশ্বতি মাঁও হতে পারেন,
আবার পুত্রবধূ হতে পারেন। তাই
মহিলারা চাইলে অবশ্যই সংসারকে
সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারেন।
আবার তাদের কারণেও সংসারে
ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে। তাই
মহিলারা যদি সর্তক এবং সচেতন
থাকেন তাহলে ঝামেলার কোনো
অবকাশ থাকে না। হয়তো সেই



କଥା ମାଥାଯି ରେଖେ ଗାହିଷ୍ଟା ହିଂସା
ଦମନେ ମହିଳାଦେର ସଚେତନ କରାର
ଉଦ୍ୟୋଗ ନେଇୟା ହେଁଥେବେ । ତବେ
ଅନେକେ ଆବାର ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଦେଖେ
ପ୍ରଶ୍ନ ତୁଳଛେନ, ଶାଶ୍ଵତି-ପୁତ୍ରବଧୁର
ବୀମେଳା ନିଯେ ଏଥିନ ପ୍ରାଣନେତ୍ର
ଉ ଦିଗ୍ବିଶ୍ଵ ? କାରଣ, ରବିବାର
ବିଲୋନିଆୟ ଏମନଈ ଏକ କର୍ମସୂଚି
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯା ଆଗେ କଥନନ୍ତି
ଦେଖା ଯାଇନି । ଆର ସେଇ କର୍ମସୂଚିର
ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଲ ଗାହିଷ୍ଟା ହିଂସା ବନ୍ଧ
କରା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଯ
ଗାହିଷ୍ଟା ହିଂସା ଜୀବନେର ଅଭିନନ୍ଦ ଅନ୍ତଃ
ହେଁ ଗେହେ । ତବେ ସେଇ ହିଂସାଯ
ପରିବାର ଯାତେ କୋଣେଭାବେ
କ୍ଷତିଗମ୍ଭୀର ନା ହୁଏ ତାର ଜନ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ
ହେଁଥେ ସ୍ଵାଧ୍ୟ ଦଫନର । ଏହି ଧରନେର
କର୍ମସୂଚିର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ସାରେ ସାରେ ଚଳା
ଶାଶ୍ଵତି-ବୌର ଠାଣା ଲଡ଼ାଇ
ଦମନେର ଉଦ୍ୟୋଗ ନେଇୟା ହେଁଥେ ।
ଏଦିନ ବିଲୋନିଆୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଁ
ଶାଶ୍ଵତି-ବୌର ସମ୍ପେଳନ । ସମାଜ

ନିହତ ଦୁই ଜୋଯାନେର ବାଡ଼ିତେ ପ୍ରଦୟୋତ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয় পুর, ১২ ডিসেম্বর ।।
কোনাবনস্থিত ওএনজিসি'র
জিসিএস'তে নৃশংসভাবে খুন
হওয়া দুই টিএসআর জওয়ানের
বাড়িতে গেলেন তিথা মথা
সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর
দেববর্মণ। এডিসির মুখ্য
কার্যনির্বাহী সদস্য পৃষ্ঠচন্দ
জমাতিয়াকে সাথে নিয়ে
প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ
নিহত কিরণ জমাতিয়া এবং
মার্কিসিং জমাতিয়ার পরিবারের
সাথে দেখা করেন। এডিসি
প্রশাসনের তরফ থেকে আগেই
ঘোষণা করা হয়েছে দুই
পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে
আর্থিক সাহায্য প্রদানের। সেই
মোতাবেক প্রদ্যোত কিশোর
দেববর্মণের হাত ধরে উভয়
পরিবারকে আর্থিক সাহায্য
প্রদান করা হয়। সাংবাদিকদের
সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রদ্যোত

উমাকান্ত এলামনির সাধারণ সভা



তাড়া খেয়ে
বাইক রেখে
পালালো
চোরের দল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
শাস্তিরবাজার, ১২ ডিসেম্বর।।
মালিকের তাড়া খেয়ে বাইক
ফেলে পালিয়ে যায় চোরের দল।
শাস্তিরবাজার মহকুমার
কাঞ্চনগর এলাকায় গরং চুরির
উদ্দেশে এক বাড়িতে প্রবেশ করে
চোরের। বাড়ির মালিক চোরের
উপস্থিতি টের পেয়ে ঘর থেকে
বেরিয়ে আসেন। তখনই চোরের
দল ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।।
পরবর্তী সময় বাড়ির মালিক
বাইরে এসে দেখতে পান একটি
বাইক দাঁড় করানো অবস্থায়
রয়েছে। তিআর ০৮সিঃ৮৬৪৮
নম্বরের ওই বাইক থেকে
মালিকের নথিপত্র উদ্ধার হয়। সেই
বাইক ঢালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স
এবং আধার কার্ডের জেরজ কপি
উদ্ধার হয়েছে। সেই নথি দেখে
সন্দেহ করা হচ্ছে বাইক মালিক
এই চুরি কাণ্ডের সাথে জড়িত।
বাইক থেকে যে নথিপত্র উদ্ধার
হয়েছে তাতে মালিকের নাম
নিমাই দাস বলে উল্লেখ আছে।
নিমাই দাসের বাবা করণ দাস।
তার বাড়ি দক্ষিণ শ্রীরাম পুর
এলাকায়। রিবিবার সকালে
ঘটনাটি শাস্তিরবাজার থানার
পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ
এসে ঘটনাস্থল থেকে বাইকটি
উদ্ধার করে নিয়ে যায়।।



A black and white photograph of a man in a military uniform, likely a pilot, standing next to a biplane. He is wearing a beret and a flight jacket with a name tag that reads "TOM JONES". The background shows the side of a biplane.



আসার পর নাছিমা বেগমের স্বামী
তথা টিএসআর জওয়ান ফারংক
আহমেদ দ্রুতগতিতে থাকা
বাইকের ব্রেক করে দেয়। যার
ফলে বাইকের পেছনে বসে
থাকা নাছিমা বেগম রাস্তায়
ছিটকে পড়েন। বাইকে থাকা
তার স্বামী এবং বড় ছেলেটি
আক্ষত আছেন। বর্তমানে নাছিমা
বেগম হাসপাতালে চাকুসাধান।
যেহেতু, বিগত দিনে ফারংক
আহমেদ তার স্ত্রীকে হত্যার
সমিক্ষা দিয়েছিল, তাই তিনি
সন্দেহ করছেন হয়তো সেই
উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই
ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা সংঘটিত
করে ফারংক। দুর্ঘটনার পর
নাছিমা বেগমকে স্থানীয়

আগ্রহ্যার চেষ্টা বধূর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ ডিসেম্বর। স্থামীর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পেরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আস্থাহাতার চেষ্টা করেন এক গৃহবধূ। বিশালগড় মহকুমার ওই গৃহবধূকের বিবারসকল সাড়ে ১১টা নাগাদ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে, বছর কয়েক আগে বঙ্গনগরের ওই মেয়েটির সামাজিকভাবে বিয়ে হয় বিশালগড়ে। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাস পর বধূর উপর নির্যাতন শুরু হয় বলে অভিযোগ। সন্তান জয়ের পর নির্যাতন আরও বেড়ে যায়। একটা সময় অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গৃহবধূ তার বাপের বাড়িতে চলে আসেন। তিনি অভিযোগ করেন, বাপের বাড়িতে চলে আসার পর তার স্থামী অন্য এক মহিলার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সেই কথা জানতে পেরেই গৃহবধূ অভিযানে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেন। বাড়ির লোকজন তাকে অসুস্থ অবস্থায় বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয় হাঁপানিয়া হাসপাতালে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, গৃহবধূকে তার পরিবারের সদস্যরা হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাননি। বরং তাকে বাড়িতে নিয়ে যান। গৃহবধূ সংবাদমাধ্যমের কাছে তার স্থামীর বিবরক্ষে অভিযোগ করতে গেলেও পরিবারের সদস্যরা তাকে বাধা দেন। সেই কারণেই ঘটনাটি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বাধা সত্ত্বেও গৃহবধূ জানান, তিনি এখন স্থামীর বিকর্দে বিশালগড় থানায় মালমা করতে চান।

ବୁଦ୍ଧି ନୟ, କମ ବେଳନ ପାଞ୍ଚେନ ଶିକ୍ଷକରା

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
উদয়পুর, ১২ ডিসেম্বর।। শিক্ষায়
বেসরকারিকরণের অভিযোগ তুলে
একদিকে বিরোধীরা যেভাবে
আন্দোলনমুখ্য কর্মসূচি চালিয়ে
যাচ্ছে অন্যদিকে দুই মাস ধরে মূল
বেতন থেকে অর্ধেক বেতন পেয়ে
হতাশায় দিন কাটাচ্ছে মাদ্রাসার
শিক্ষকরা।। নতেও ব্রহ্মের বেতন
অতিসত্ত্ব পূরণ করা, আগামী দিনে
বেতন বৃদ্ধি করা সহ একাধিক দাবি
নিয়ে সরব হল অল প্রিপুরা মাদ্রাসা
টিচার অ্যাসোসিয়েশন।। রবিবার
অ্যাসেসিয়েশনের গোষ্ঠী এবং
দক্ষিণ জেলা কমিটির উদ্যোগে এক
সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন



করা হয়। উদয়পুরস্থিত রাজধানগর
মাদ্রাসা হলঘরে এদিনের
সাংবাদিক সম্মেলন থেকে
সরকারকে এক প্রকার কড়া ভাষায়
ঐশ্বর্যারি দিলেন কমিটির নেতৃত্বে।
ত্রিপুরাতে ১২৯ টি মাদ্রাসা রয়েছে
যার মধ্যে প্রায় ৩৭০ জন
শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়েজিত

দুর্দিনের কর্মীদের স্থান দিল না সিপিএম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
কমলাসাগর, ১২ ডিসেম্বর।।
সিপিআইএমের মহকুমা কমিটিতে দৃঢ়
সময়ে থাকে কৰ্ম-সমর্থকদের স্থান না
দেওয়ায় ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে যুবকদের
মধ্যে। বুড়োদের স্থান দেওয়া নিয়ে দেখা
দিয়েছে চৰম আপনি। দল থেকে মুখ
ঘুরিয়ে নেওয়ার ছঁশিয়ার একাংশ
যুবাদের। উল্লেখ্য, বিশালগড় মহকুমা
সিপিআইএমের বিভাগীয় সম্মেলন
অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা সিপিআইএমের
মেলাৰমাঠিত দশৱৰ্ষ দেব ভবনে।
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী
দলমেতা মানিক সরকার,
সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক
জিতেন্দ্র চৌধুরী, আহবাবকনারায়ণ কৰ,
কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্যা রমা দাস সহ
অন্যান্য। প্রতি তিনি বছৰ অন্তৰ অন্তৰ
সিপিআইএমের মহকুমা সম্মেলন
অনুষ্ঠিত হয়। তাৰই আংশ হিসেবে এ

বছর সেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও বর্তমান পরিষ্ঠিতির কথা মাথায় রেখে বিশালগড় মহকুমা দলীয় অফিসে সম্মেলন না হয়ে আগরতলা দশরথ ভবনে সেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর উদ্যোগ এবং উদ্যম নিয়ে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন বিধানসভা থেকে যুবকরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল- সেই কমিটিতে স্থান দেওয়ার লক্ষ্য। বিস্ত আশচর্যের বিষয় হলো পুনরায় সেই বৃত্তের অগ্রাধিকার দিয়ে যুবাদের বিষ্ফল করে রেখেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা মহকুমাজুড়ে সিপিআইএম কর্মী নেতৃদের মধ্যে জৰু ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বাম সরকার থাকাকালীন যেসকল নেতৃত্বার অগ্রাধিকার পেয়েছিল তাদেরকেই পুনর্বাহল রাখলেন রাজ্য নেতৃত্ব। এদিকে অভিযোগ করতে শুরু করার থেকে যাদের বয়স সম্মতের অধিক তাদেরকেও

ମୋଟରଷ୍ଟ୍ୟାନ୍ ହେଁ ସ୍କ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଡ ଧରେ
ଶହରର ବିଭିନ୍ନ ପଥ ପରିକ୍ରମା କରେ
ଜଗନ୍ନାଥ ବାଡ଼ି ସଂଲପ୍ତ ଏଲାକାର
ପ୍ରଦୀପ ଚତ୍ରବତୀ ଶହିଦ ବେଦି
ପ୍ରାନ୍ତରେ ସଂଗ୍ଠିତ ହୁଏ ପଥସଭା । ଏ
ଦିନରେ ପଥସଭାଯ ଆଲୋଚନା
ରାଖିତେ ଗିଯେ ଛାତ୍ର୍ୟବ ନେତୃତ୍ଵରା
ବଲେନ, ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଵାର୍ଥ ଛାତ୍ରଦେର
ସ୍ଵାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାକେ ସର୍ବଜୀନୀ କରତେ
ହେବ । ଶୁଦ୍ଧ ଏକଶତି ବିଦ୍ୟାଲୟ ଦିଯେ
ଥାମ - ପାହାଡ଼ - ଶହର - ସମତଳେ
ବୈସମ୍ୟ ତୈରୀ କରା ହେଚ୍ଛେ

সরব প্রতিবাদে বাম ছাত্ররা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
বিলোনিয়া, ১২ ডিসেম্বর ।।
শিক্ষাকে বেসরকারি করণের
বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বামপক্ষী ছাত্র
সংগঠনগুলি। বেসরকারিকরণের
প্রতিবাদে রবিবার ভারতের ছাত্র
ফেডারেশন ও ত্রিপুরা উপজাতি
ছাত্র ইউনিয়ন বিলোনিয়া মহকুমা
কমিটির ঘোথ উদ্যোগে এক
মিছিল সংগঠিত হয়। সিপিআইএম
বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে
শুরু হয়ে মিছিলটি পুরাতন

পাইতুরবাজার-সোনামুড়া সড়ক অবরোধ করে নাগরিকরা। এই খবর পেয়ে অবরোধস্থলে ছুটে আসেন কৈলাসহর পুর পরিষদের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান চ পলা দেবরায়। ছুটে আসেন ডিড্রিউএস দফতরের আধিকারিক সুব্রত পাল। তারা দু'জন অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং এলাকা ঘুরে দেখেন। আধিকারিক সুব্রত পাল জানান, পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য স্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কিছুদিনের মধ্যেই এলাকায় পান্স মেশিন বসানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। তবে এর আগে প্রতিদিন ওই এলাকায় দুই বেলা গাড়ি করে জল সরবরাহ করা হবে। সেই আশাসের পর অবরোধ প্রত্যাহার হয়। কিছুদিন পর পরই কৈলাসহরের বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের সমস্যার অভিযোগ উঠে আসছে। এতদিন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রামাণ্যলের সমস্যাগুলি উঠে এসেছিল। এবার শহর এলাকার নাগরিকরাও জলের সমস্যা নিয়ে বাস্তায় নামলেন। এখন দেখার, নাগরিকদের সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করতে কঠটা সক্রিয় হয় সংশ্লিষ্ট দফতর এবং পুর পরিষদ।



বিজয় হাজারে ট্রফিতে অপ্রতিরোধ্য ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ত্রৈড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩।
বিজয় হাজারে ট্রফিতে টানা চার ম্যাচে জয় তুলে নিলো ত্রিপুরা।
শুধু জয় পেয়েছে বলা ভুল, প্রতি পক্ষকে খড় কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে একের পর এক সাবলীল জয়। রাজ্য ক্রিকেটের ইতিহাসে যা বিরল ঘটনা। টানা তিনটি ম্যাচ জয়ের ইতিহাস রয়েছে।
কয়েক বছর আগে বিজয় হাজারে ট্রফিতে উভ্র প্রদেশ সহ আরও দুইটি দলকে হারিয়ে জয়ের হ্যাট্রিক করেছিল রাজ্য দল। এবারের বিজয় হাজারে ট্রফিতে সেই রেকর্ডও ভেঙে গেলো। হোক না পূর্বোন্তরের নাগাল্যান্ড বা মণিপুর। ক্রিকেটারদের তো মাঠে খেলেই জয় ছিনিয়ে নিতে হয়েছে। সুতরাং টিসিএ এবার খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠবে তা বলাই বাস্তু।
এবার প্রমাণও করতে চাইবে যে, তারা কতটা দক্ষভাবে টিসিএ পরিচালনা করছে। নিন্দুকেরা অবশ্য এটা বলবেই যে, বর্তমান কমিটির আমন্ত্রেই এলিট থেকে প্লেট প্রচ্চে অবনমন হয়েছে রাজ্য দলের। প্লেট প্রচ্চের দলগুলির সাথে খেলা অনেকটাই সহজ। মাঝে মাঝে

মেঘালয়ের মতো কেউ কেউ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। তবে বাকি দলগুলি এতই সাধারণ মানের যে, ত্রিপুরার মতো দলও তাদের কাছে বাধ হয়ে উঠে। এদিন জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ নাগাল্যান্ডকে নিয়ে শ্রেফ ছেলেখেলো করলো রাজ্য দল। প্রথম তিন ম্যাচে বাস্তসম্যানদের দাপটে জয় পেয়েছিল ত্রিপুরা। রবিবার দলকে জয় এনে দিলো বৌলারো। বলা যায়, মণিশংকর-র নেতৃত্বে তিন পেসার অনবদ্য বোলিং করলো। ফলে নাগাল্যান্ডকে শ্রেফ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলো ত্রিপুরা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নাগাল্যান্ড ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পড়ে। মাত্র ১৪ ওভার ব্যাটিং করে ৪৮ রানে ফুরিয়ে যায় তাদের ইনিংস। ওপেনার যশোয়া-কে প্রথমেই ফিরিয়ে দেয় মণিশংকর। এরপর আউট হওয়ার মিছিল শুরু হয়। একের পর এক ব্যাটসম্যান ফিরে যেতে থাকে। দলের হয়ে একমাত্র মিলিওয়াতি (১৮) দুই অক্ষের রান করতে সক্ষম হয়। মণিশংকর মাত্র ১৯ রানে ৫টি উইকেট তুলে নেয়। রানা দন্ত এবং অজয় সরকার নেয় ২টি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে

১০.১ ওভারে কোন উইকেট না
হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায়
ত্রিপুরা। সমিত গোয়েল ১৭ রানে
অপরাজিত থাকে। প্রথম তিন
ম্যাচে রান না পেলেও এদিন আরও
একটি সুযোগ দেওয়া হয় সশ্রাট
সিনহা-কে। অবশ্যে সে সুযোগ
কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। ৩২ রানে
অপরাজিত থেকে যায় সশ্রাট। ১০
উইকেটে জয় তুলে নেয় ত্রিপুরা। টানা
চার ম্যাচ জিতে বেশ সুবিধাজনক
জায়গায় রয়েছে ত্রিপুরা। অবশ্য
সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে
মেঘালয়ের মুখোযুথি হওয়ার আগে
একইরকম জায়গায় ছিল ত্রিপুরা। কিন্তু
মেঘালয় বিধব্রত করে ত্রিপুরাকে।
ফলে এলিট এবং ন্যাচাউটে খেলার
স্পন্স চূর্ণ হয়। ত্রিপুরা এবং মেঘালয়
২২ দল বিজয় হাজারে ট্রফিতে
খননও পর্যন্ত অপরাজিত। আগামী
১৪ ডিসেম্বর মেঘালয়ের মুখোযুথি
হবে ত্রিপুরা। ওই ম্যাচটি ভাইটাল।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, পেশাদার
ক্রিকেটারদের গুণমানের ক্ষেত্রে
মেঘালয় অনেকটা এগিয়ে। তাই
ত্রিপুরার হয়ে দায়িত্ব নিতে হবে স্থানীয়
ক্রিকেটারদের। মেঘালয়ের পেশাদার
ক্রিকেটার পুণিত বিস্ত এদিনও
শতরান করেছে। দিল্লির হয়ে দীর্ঘদিন

ହ୍ୟାନ୍ଡବଲେର ପ୍ରସାରେ ଇତିବାଚକ ମିନ୍ଦାନ୍ତ

প্রতিবাদী কলম জীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর ৪ রাতে হ্যান্ডবলের প্রসারে বিভিন্ন ক্লাব এগিয়ে গোলো। ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সাথে ঘোষ উদ্যোগে তারা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এদিন একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ছাড়াও ভারতৰ সংঘ, মুবক সংঘ, ফরেয়ার্ড ক্লাব, কালীমাতা সংঘ, আমতলি প্লে সেন্টার, এগিয়ে চল সংঘ, নবদিগন্ত, কালীমাতা সংঘ-র প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে উন্মুক্ত হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা হবে। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আগামী ১৯ ডিসেম্বর ফের আলোচনা হবে। ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সমস্ত ক্লাবগুলিকে এই উন্মুক্ত নক্তাউট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর পাশা পাশি বৈঠকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সচিব লিটন রায় এই সংবাদ জানিয়েছেন।

জুড়ো-র কর্মশালা ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর : উদয় পুরের ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী জুড়ো-র কর্মশালা সমাপ্ত হলো রবিবার। এই কর্মশালা ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। রাজ্যের আটটি জেলা থেকে মোট ২১ জন কোচ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, রাজ্যে এই প্রথমবার এমন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের সেরা দুই জুড়ো কোচ টনি লি এবং রাকেশ সিং এই কর্মশালায় কোচদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের রবিন্দ্রার দেব,

প্রথম মজুমদার, ব্রজলাল ভৌমিকও অন্যতম প্রশিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন। এদিন কর্মশালা শেষ হওয়ার পর প্রত্যেকের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ মজুমদার, জিলা পরিষদের সভাপতিপ্রতি স্বপন অধিকারী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, গোমতী জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এই জুড়োর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। একটা সময় উদয় পুরের জুড়ো-র সেরকম প্রসারই ছিল না। গত কয়েক বছর ধরে সেই চিত্রটা

আমূল পাল্টে গিয়েছে। এখন রাজ্য অন্যতম সেরা জুড়ো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদয় পুরে গড়ে উঠেছে। উৎসাহী খেলোয়াড়দের সংখ্যা প্রতিদিন বাঢ়ছে। এরই মাঝে গোমতী জেলা ক্রীড়া দফতরের এই উদ্যোগ স্থানীয় জুড়োপ্রেমীদের আরও বেশি উৎসাহী করে তুলবে বলাই বাহ্য। আট জেলার কোচরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করলেও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কোন কোচকে দেখা যায়নি। এই বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছ রাজ্যের জুড়ো মহলকে। তাহলে তারা কি মূলশ্রেতে থাকতে চায় না?

পরিসংখ্যানেই
প্রমাণ কোহলীর
থেকে এগিয়ে
রোহিত শর্মা

ମୁସାଇ, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ।। ଅଧିନାୟକ
ହିସେବେ ବିରାଟ କୋହଲିଲ ଟ୍ରଫି ନେଇ
ରୋହିତ ଶର୍ମିର ରାଯେଛେ । ଏକଦିନେର
ତ୍ରିକେଟେ ମୁସାଇକରଙ୍କେ ନ ତୁଳନା
ଅଧିନାୟକ କରାର ପିଛନେ ଏଟାଓ
ଏକଟା କାରଣ ବଲେ ଉପ୍ରେସ୍ କରେଛେ
ସୌରଭ ଗନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟ । ପରିସଂଖ୍ୟାନ
ଥାଁଟିଲେ ଦେଖା ଯାଚେ, ବୋଡ
ସଭାପତିର କଥା ମୋଟେ ଅମୂଳବ
ନୟ । ଦେଶର ଜାର୍ମିତେ ଦେଲାକେ ଏଶିଆର
କାପ ନିଦାତାଙ୍କ ଟ୍ରଫି ଜିତିଯେଛେ

উইকেট নিয়ে চিত্তায় অনুধর্ঘ ১৯ দল

প্রতিবাদ কলম ছাড়া প্রাতানাথ, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭৮-এর বিহারের বিরুদ্ধে রক্ষণশাস জয় অনুর্ধ্ব ১৯ দলকে অবশাই আঞ্চলিকাসী করে তুলেছে। কিন্তু এবার সামনে আরও কঠিন প্রতি পক্ষ। আগামীকাল থেকে কোচবিহার ট্রফিতে ত্রিপুরাকে খেলতে হবে বাংলার বিরুদ্ধে। টিম ম্যানেজমেন্ট ও ম্যাচটি নিয়ে বিশেষ আশাবাদী নয়। একে তো দলের ব্যাটিং-র শ্রীহীন অবস্থা, তার উপর উইকেটে ঘাস। এই দুইয়ে মিলে বেশ চিন্তায় টিম ম্যানেজমেন্ট। দিল্লির অবশ্য জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যে উইকেটে খেলা হবে

এদল সেই উইকেট পরাদশন করলো টিম ম্যানেজমেন্ট। উইকেটে বেশ ঘাস রয়েছে। স্টেডিয়ামের বাইরে একটি মাঠে এদিন রাজ্য দল অনুশীলন করলো। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত নেট প্র্যাকটিস হয়েছে। এরপর হয় ফিল্ডিং প্র্যাকটিস। ব্যাটিং নিয়ে চিন্তা থাকলেও বিকল্প নেই। তাই যারা আছে তাদের নিয়েই মাঠে নামতে হবে। আনন্দ ভেমিক ছাড়া আর কোন ব্যাটসম্যান ভরসা দেওয়ার মতো ব্যাটিং করতে পারছেন না। টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, আনন্দ-র সাথে যদি অবিনন্দ বর্মণ এবং দুলভ রায় ক্লিক করে যায় তবে একটা সাস্থায়কর রান করা সম্ভব হবে। আরও একটি বিষয় নিয়েও চিন্তা রয়েছে। সেটা হলো রাজ্যের পেস বোলিং। উইকেটে ঘাস রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে দল নির্বাচনে পেসারদেরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেটা হবে না। কারণ যে পেসারারা দলে রয়েছে তারা অতি সাধারণ মানের। শুধু খেলাতে হয় বলে এক জনকে খেলানো হচ্ছে। বোলিং আক্রমণ পুরোপুরি নির্ভরশীল স্পনারদের উপর। সন্দীপ সরকার, সৌরভ দাস,

● এরপর দুইয়ের পাতায়

অনুঞ্জ ১৮ টেনিসে চ্যাম্পিয়ন সপ্ততনু, সুশা



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর ৪ ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুর্ধ্ব ১৮ টেনিস প্রতিযোগিতায় ছেলে এবং মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যথাজমে—সপ্তনষ্ঠু ঘোষ এবং শৃঙ্খা চক্রবর্তী। রবিবার মালঝ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি এদিন তিনদিনের টেনিস ক্লিনিকেরও সমাপ্তি ঘটে। ছেলেদের ফণ্টানালে মখোমখি হয় সপ্তনষ্ঠু এবং ২-৭ গেমে পিছিয়ে পড়েছিল সপ্তনষ্ঠু। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৮-৭ সেটে দুরস্ত জয় তুলে নেয়। মেয়েদের ফাইনালে সুশা চক্রবর্তী একচেটিয়া দাপ্ট নিয়ে খেলে সুস্থিতা বর্মণ-কে ৮-০ সেটে হারিয়ে দেয়। গত শুক্রবার থেকে এই টেনিস কমপ্লেক্সে শুরু হয় তিন দিনব্যাপী এক ক্লিনিক। অ্যাসোসিয়েশনের সেন্টারের খেলোয়াড়ারা এই ক্লিনিকে তাঁর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জাতীয় জুনিয়র দলের প্রাক্তন কোচ দেৰাপ্রিয় দাস ছিলেন প্রধান কেোচ হিসাবে। পুরুষার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ-র ডিআরজি বিজয় কুমার। প্রতিযোগিতার চিফ রেফারি অরূপ রতন সাহা, ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি প্রবণ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ বিধান রায়, মুগ্ধসচিব তড়িঁ রায়, সিনিয়র কোচ এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

দের দুইটি ভাগে ভাগ করে
শিক্ষণ দেওয়া হয়। জাতীয়
নিয়ন্ত্রণ দলের প্রাক্তন কোচ
বপ্রিয় দাস ছিলেন প্রধান কোচ
নামে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে
পদ্ধতি ছিলেন সিআরপিএফ-র
আইজি বিজয় কুমার।
ত্যোগিতার চিফ রেফারি অরূপ
চন সাহা, তিপুরা টেনিস
সামোসিয়েশনের সহ-সভাপতি
বচ চৌধুরী, কোথাখক্ষ বিধান রায়,
সচিব তড়িঁ রায়, সিনিয়র কোচ
এবং প্রবর্তনের পাতায়

কেরল রাস্টাৰ্সেৱ বিৱৰণকেও ড্ৰ, ছ'ম্যাচ পৱেও জয় এল না এসসি ইস্টবেঙ্গলেৱ



ধান্কা খেতে পারে ক্লাব ফুটবল

কয়েকজন জাতীয় ও সিনিয়র রেফারি কি ঘড়্যন্তের শিকার ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর ৪ রাজ্যের বেশ কয়েক জন জাতীয় ফুটবল রেফারি কি চৰকান্তের শিকার? পরিকল্পিতভাবেই কি তাদের স্থানীয় ফুটবল থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে? যাদের অনেক দিন আগেই অবসরে গিয়ে বাঁশি-কার্ড তুলে রাখার কথা তাদের নিয়েই টিএফএ এবং টিআরএ ঘরোয়া ফুটবল পরিচালনা করতে চাইছে। অভিযোগ, রাজ্য সরকার বদলের পর টিএফএ এবং টিআরএ-তে ক্ষমতার পালাবদল হয়। টিআরএ এবং টিএফএ-র দায়িত্বে যারা আসেন তারা অবশ্য নিজেদের শাসক দল পঞ্চি বলেই পরিচয় দেন। অভিযোগ, টিআরএ-র দায়িত্বে আসা কয়েক জন নাকি জাতীয় এবং সিনিয়র ফুটবল রেফারিদের সাথে রাজনীতি শুরু করেন। এই বছর ইতিমধ্যে 'সি' ডিভিশন লিগ শেষ হয়েছে। 'বি' ডিভিশন লিগ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও অনেক জাতীয় রেফারি এবং সিনিয়র নামি রেফারিদের মাঠে দেখা যায়নি। আর এনিয়েই নানা পক্ষ শুরু। তবে বিকর্ক থাকলেও বর্তমান সময়ে রাজ্যিম সাহা, তাপস দেবনাথ, উত্তম সাহা, সত্যজিৎ দেবরায়-দের মতো জাতীয় ও সিনিয়র রেফারি কিন্তু রাজ্যে তৈরি হয়নি। সুতরাং টিএফএ এবং টিআরএ যদি তাদের নিয়ে কোন রাজনীতি বা যত্নস্থ করে বা তাতে মদত দেয় তাহলে কিন্তু ক্ষতি হতে পারে টিএফএ-রই। কেননা রাখাল শিল্ড ও সিনিয়র লিগের বড় ম্যাচে অভিজ্ঞ রেফারিদের প্রয়োজন হতে পারে। আর রাখাল শিল্ড ও সিনিয়র লিগের আগে রাজ্যিম, তাপস, উত্তম, সত্যজিৎ-দের অবশ্যই 'বি' ডিভিশন লিগে দায়িত্ব দেওয়া উচিত। কেননা হঠাৎ করে শিল্ডে বা সিনিয়র লিগে ম্যাচ পেলে সমস্যা হতে পারে। সুতরাং রক্ষিত, তাপস, উত্তম, সত্যজিৎ-দের ক্ষেত্রে টিএফএ-র উচিত সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া। মনে রাখতে হবে, রেফারিদের ম্যাচ পোস্টং-র দায়িত্ব টিএফএ-র। শুধু তাই নয়, এক জন রেফারি কিন্তু টিএফএ-র অধীনে। টিআরএ-র কয়েক জন ব্যক্তির রাজনীতির শিকার যেন টিএফএ বা ক্লাব ফুটবল না হয়। কেননা শিল্ড এবং লিগে দক্ষ রেফারির হাতে ম্যাচের দায়িত্ব না থাকলে যেকোন সময়ে ম্যাচে সমস্যা তৈরি হতে পারে। আর মাঠে যদি কোন সমস্যা বা ঘটনা হয় তাহলে কিন্তু তার দায় বর্তাবে টিএফএ-র উপরই। সুতরাং এখনই জাতীয় ও সিনিয়র রেফারিদের ইস্যুতে টিএফএ-কে সঠিক চিন্তাভাবনা করতে হবে। টিআরএ-র কোন রাজনীতি যেন টিএফএ-তে সমস্যা তৈরি না করে। সামনেই রাখাল শিল্ড। তার পর সিনিয়র লিগ। ফলে জাতীয় ও সিনিয়র রেফারিদের নিয়ে টিএফএ-কে অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে। আর শিল্ডের আগে রাজ্যিম, তাপস, সত্যজিৎ, উত্তম-দের মাঠে আনতে হবে। এখানে টিএফএ-র দায়িত্বটা বেশি। কেননা ক্লাব ফুটবল টিএফএ-র। টিআরএ বা কয়েক জন ব্যক্ষ রেফারি যদি নিজেদের জন্য অন্য যোগ্য রেফারিদের মাঠ থেকে দূরে রাখার যত্নস্থ করে তাহলে ক্ষতি কিন্তু টিএফএ-রই।

ରାଜ୍ୟାନ୍ତ ହଲୋ ଯୋଗା ଦଳ

টিসিএ-র ঘড়িযন্ত্রে বাতিল হতে পারে ঘৰোয়া ক্রিকেট ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি
আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭৫
'প্রতিবাদী কলম' সহ বিভিন্ন
মিডিয়ার তৌর সমালোচনার মুখ্য
অবশ্যে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি
বোর্ডের অনাধুর ১৫ বিজ্ঞ মার্চের

ম্যাচ হবে। দুইটি ম্যাচে ৫টি করে
১০টি ম্যাচ হবে। পূর্বোক্ত অনুর্ধ্ব
১৬ ‘এ’ গ্রুপে খেলবে অরণ্যাচল
প্রদেশ, মেঘালয়, সিকিম,
নাগাল্যান্ড এবং মণিপুর। আগামী
৯-২২ জানুয়ারি হবে ১০টি ম্যাচ।

আসবে। প্রসঙ্গত, ২০১৮-
সিজনে টিসিএ ১৮টি জাতীয়
ক্রিকেটের ম্যাচের দার্তা
পেয়েছিল। তবে ২০১৯ সালে
সেপ্টেম্বরে টিসিএ-র নতুন কর্ণ
দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২০ স

প্রতিটি ম্যাচ দুইদিনের। তবে দলগুলি আগরতলা পৌছে যাবে ৩ জানুয়ারি। তিনিদিনের নিঃস্থান শেষে ৭-৮ জানুয়ারি ৫টি দলই প্র্যাকটিসে নামবে। জানা গেছে, ১ জানুয়ারি থেকেই এমবিবি স্টেডিয়াম ও পুলিশ ট্রেনিং অ্যাকাডেমি মাঠ যখন বোর্ডের অনুর্ধ্ব ১৬ ক্লিকেটের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে তখন এটা নিশ্চিত যে, আগামী জানুয়ারি মাসেও টিসি-এ-র ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের টিসি-এ কোন ম্যাচ পায়নি। এবারও ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত টিসি-এ কোন জাতীয় ক্রিকেট ম্যাচ পায়নি। এদিকে, ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এমবিবি স্টেডিয়াম ও পুলিশ অ্যাকাডেমি মাঠ যখন বোর্ডের অনুর্ধ্ব ১৬ ক্লিকেটের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে তখন এটা নিশ্চিত যে, আগামী জানুয়ারি মাসেও টিসি-এ-র ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের টিসি-এ-র দায়িত্ব নেওয়ার পর এরাজে ঘরোয়া ক্রিকেট এক প্রকার বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, ক্লাবগুলি যেন টিসি-এ-র একমাত্র শক্তি। তবে আবাক করার মতো ঘটনা হচ্ছে, টিসি-এ-র অ্যাপেক্ষা কাউন্সিলে কিন্তু ৮ জন ক্লাব প্রতিনিধি। তারপরও ২৭ মাসের কমিটি কিন্তু ক্রিকেটকে ধৰ্মস করে দিয়ে যাচ্ছে। যার কোন প্রতিবাদ হচ্ছে না।

সুযোগ রয়েছে রংতু রাজের।
কেরলের বিরুদ্ধে ১২৯ বলে ১২৪
রানের ইনিংস খেলেন রংতুরাজ।
এর আগের দু' ম্যাচে যথাক্রমে
১৩৬ ও ১৫৪ রান করেছিলেন
তিনি। অন্য দিকে ১০৮ বলে ৯৯
রান করেন কলকাতা নাইট
রাইডার্সের রাহল ত্রিপাঠী। দু' জনের
রানে ভর দিয়ে আট উইকেটে ২৯১
রান করে মহারাষ্ট্র। বাকি কোনও
ব্যাটার অবশ্য ২০ রানের গঙ্গি
টপকাতে পারেনি। তার পরেও
অবশ্য জিততে পারেনি মহারাষ্ট্র। সঞ্চ
স্যামসন ও জলজ সাঙ্গেনার মধ্যে
৭২ এবং বিশুণ বিনোদ ও সিজোমন
জোসেফের মধ্যে হওয়া ১৭৪ রানের
জুটিতে সাত বল বাকি থাকতে ম্যাচ
জিতে যায় কেরল। অন্য দিকে আরও
এক নাইট বোলার শিবম মাসির চার
উইকেটের দাপটে দিল্লিরে
ন'উইকেটে হারায় উন্নতপ্রদেশ। দুই
শক্তিশালী দলের লড়াইয়ে মুস্বিকে
সাত উইকেটে হারায় কর্ণাটক। সহজ
জয় পায় পঞ্জাবও। অসমকে দশ
উইকেটে তাবায় তাবা।



